R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই কার্তিক বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২৮শে অক্টোবর, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ টাকা

ভোটের রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় বিপন্ন এ্যাফল্যাক্স বাঁধ

বিশেষ প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক নজির ছাড়া বন্যার তাণ্ডবে ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি ২ নম্বর ব্লকের হাজার হাজার মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে জাতীয় সড়কের পাশে খোলা আকাশের নীচে পশুর মতন দিন কাটাচ্ছিল, মহকুমার দু'টি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র—ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ শহর যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জলমগ্ন ছিল, তখন জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের অধিকাংশ মানুষই জানতেন না তাঁদের ঘুমের নিশ্চয়তার দায়িত্বে ছিলেন ফরাক্কা ব্যারেজের রাইটব্যাংক প্রটেকটিভ ওয়ার্কস ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। এই বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার অমানুষিক পরিশ্রম করে সহকর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজের জায়গায় রাত্রি জেগে সহকর্মীদের সক্রিয় সহায়তায় রক্ষা করেছিলেন একটি বাঁধ। যে বাঁধের ওপর নির্ভর করছিল জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ শহরের জলের তলায় যাওয়া না যাওয়া। যে বাঁধের কোন জায়গা ভেঙ্গে গেলে পদ্মা (গঙ্গা) ও ভাগীরথী পরস্পর মিলে মিশে বিশাল জলরাশির তাণ্ডবে দুটি শহরকে ডুবিয়ে দিয়েও এগিয়ে চলতো গনকর, সাগরদীঘি প্রভৃতি অঞ্চলকে গ্রাস করতে। নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো কোলকাতা বন্দর ও হুগলী নদীর দুইধারের শিল্পাঞ্চল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধের অবস্থান, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নিয়েই এই প্রতিবেদন।

জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জবাসীর কাছে প্রায় অজানা, আপাত দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন, শুধুমাত্র একটি রাস্তা বলে মনে হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁধের নাম 'জঙ্গিপুর এ্যাফল্যাক্স বাঁধ'। ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—কোলকাতা বন্দর নামক পশ্চিম বঙ্গের হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ রক্তরূপী জল সরবরাহ। পাশাপাশি ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের 'জঙ্গিপুর এ্যাফল্যাক্স বাঁধ' নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল—বর্ষার সময় পদ্মার (গঙ্গা) বাড়তি জল যেন ভাগীরথীর সাথে মিশে যেতে না পারে। কারণ এর ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলেও ভাগীরথীর বর্তমান জলপ্রবাহের পথ পরিবর্তনের এক অতি অশুভ সম্ভাবনা আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাই ষোল কিলোমিটার দীর্ঘ এই মাটির বাঁধটিকে দুটি পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়েছিল শূন্য চেন। অর্থাৎ জঙ্গিপুর ব্যারেজের পাশে লক থেকে তিনশো পাঁচ চেন অবধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনশো পাঁচ চেন থেকে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ চেন অবধি। চব্বিশ ফুট চওড়া এই বাঁধের টপ আর এল প্রায় তেইশ মিটার। এই বাঁধ নির্মাণের দৃষ্টিভঙ্গী কত সঠিক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল এ বছরের বন্যায়। এ বন্যা সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কতটা জরুরী। সকলে দেখতে পেলেন বাঁধ মেরামতের সমস্যা এবং তার দুর্বল জায়গাগুলি। পরিসংখ্যান আমাদের বলে দিচ্ছে অন্তত: বাঁধ তৈরীর পর এত উচ্চতায় জল আগে কখনও আসেনি। এর আগে জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল প্রায় ২২'৪৭ মিটার। বিপদসীমা যেখানে ২১'১৮ মিটার সেখানে এ বছর জলের উচ্চতা ছিল ২২'৬৩ মিটারের কাছাকাছি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় কত সাংঘাতিক ছিল এই বন্যা। প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই জানেন বিশাল জলরাশি যেন আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলে আছড়ে পড়ছে। একদিকে বাঁধ অপরদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল—পদ্মার বিশাল জলসীমা বাংলাদেশের পাবনা অবধি। সে সময় পদ্মার জলের ডিসচার্জ ছিল ২৭ থেকে ৩০ লক্ষ কিউসেক এবং ভাগীরথীর জলের উচ্চতা সে তুলনায় এত কম (২য় পৃষ্ঠায়)

এন টি পি সির নিজস্ব রেল লাইন মুক্তির প্রতীক্ষায়

নবারুণ পয়েন্ট : ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব এম জি আর রেল লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ। ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইনটি ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে বিহারের লালমাটিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এটি নির্মাণে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী এটি নির্মাণ করেন। গত ১৪ অক্টোবর সাফল্যজনকভাবে একটি রেলওয়ে বগিসহ ইঞ্জিন ফরাক্কা থেকে লালমাটিয়া কয়লা খনি পর্যন্ত চালানো হয়। আশাকরা হচ্ছে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এন টি পি সির নিজস্ব রেল ইঞ্জিন এবং মাল পরিবহনের বগি কয়লা খনি থেকে সরাসরিভাবে ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত কয়লা পরিবহনে সক্ষম হবে। কয়লায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা এলে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও উন্নতি দেখা দেবে। উল্লেখ্য, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ৩য় ইউনিটটি চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মে আঘাত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ : গত ২০ অক্টোবর স্থানীয় মেঘনা বিড়ি ফ্যাক্টরীর সত্ত্বাধিকারী গণেশচন্দ্র সাহা ও ম্যানেজার অমূল্য সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ২৯৫-এ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। ২১ অক্টোবর উভয়েই জামিনে মুক্তি পান। আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জঙ্গিপুর বারের আইনজীবী প্রশান্ত সিনহা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গণেশ সাহা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রায়শই হিন্দুধর্মকে অশ্রদ্ধা করে কথা (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৯৪ সাল

নাজেহাল

আমাদের বর্তমান নিবন্ধের শিরোনামটি বিদেশী শব্দ জাত। ইহার অর্থ আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না, সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তবে আমরা অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে ভারতীয়েরা আজ সত্যই নাচার অবস্থায় পড়িয়াছি। কোন প্রদেশেই কোন সময়েই জীবনের কোনই নিরাপত্তা নাই। খোদ রাজধানী দিল্লীতে কী যে তুলকালাম কাণ্ড চলিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। চিত্তরঞ্জন পার্ক, হোটেল ইত্যাদিতে যে সব নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহা অভাবিতপূর্ব। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী—কাহারও রেহাই নাই। রক্তলোলুপ মানুষ আজ হিংস্র প্রাণীকেও হার মানাইয়াছে। পঞ্জাব ত অগণিত নরমুণ্ডীর আসন হইয়াছে। হেন দিন নাই যে, প্রাণবলি হইতেছে না। ইহার পর রহিয়াছে সময় সময় দলীয় সংঘর্ষ, ছিনতাই ও রাহাজানিজনিত হত্যা। এই রাজ্যে দিনকয়েকের জন্য গোর্খাল্যাণ্ড-দাবীদারেরা হত্যা বন্ধ রাখিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হইবার কোনই কারণ নাই। কখন যে কী শুরু হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই ত গেল যখন-তখন প্রাণে মারা যাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু আর এক প্রকারের বিষম বিপদ আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে এবং ইহাতে তাৎক্ষণিক মৃত্যু না হইলেও তিলে তিলে জীবনী শক্তির ক্ষয় হইয়া অনাস্বাদিত বিচিত্র ব্যাধির শিকার হইয়া বৈতরণীর পথে যাত্রার ব্যবস্থা হইতেছে। আর সে পথে সাদর আহ্বান জানাইতেছে অধুনাপ্রাপ্তব্য বিশেষ কেরামতিতে তৈয়ারী ভোজ্যতেল যাহার গালভরা নাম এই মুলুকে সরিষার তেল। রাজ্য সরকার ও তৈলব্যবসায়ীদের নানা মতান্তর আজিকার তৈল সংকটের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ব্যবসায়ীদের 'নাফা' না হইলে চলিবে কেন? আর তেলের দর গগনচুম্বী হইলেই বা জনগণের সরকার, মেহনতী মানুষের সরকার, গরীবের সরকার সহ্য করিবেন কেন? অতএব একপক্ষ গর্জন করিলেন—অ্যায়সা চলেগা নেহী; স্ফীতোদর ঝুনঝুনওয়ালারা 'বহৎ খুব' বলিয়া সেলাম বাজাইতেই তেল গেল রসাতলে। ইহার পর তদন্ত কমিটি, গোপনে মজুত ভাণ্ডারে হঠাৎ হানা, ভিনরাজ্যে তৈলসন্ধানী ঝটিকা-সফর প্রভৃতি চলিল, আর বজরংবলীজীর উপাসকবৃন্দ মনে মনে বলিতেছেন, 'এহী জমানা হোনা চাহিয়ে'। বেবী ফুড নাই, দুগ্ধ সরবরাহ নাই, ঘৃত নামক সেন্টপারসেন্ট ভেজাল দ্রব্যটি নাই, জেনুইন ওষুধ নাই, 'আরও কত কি নাই'—এর তালিকা। এমতাবস্থায় 'কিতনা বদল গয়া ইনসান' ভাবিয়া 'পার কর আমারে' বলা ছাড়া উপায় কী?

ভোটের রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছিল যে এ্যাফল্যাক্স বাঁধ যদি কোন রকমে ভেঙ্গে যেত তবে বিশাল জলপ্লাবন মানুষকে সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই গ্রাস করতো বিস্তীর্ণ অঞ্চল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ কথা জনসাধারণের জানা দরকার কত প্রতিকূলতার সাথে বিভাগীয় কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। অপ্রিয় হলেও এ কথা বাস্তব সত্য যে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের সব থেকে বড় শত্রু হোল এক শ্রেণীর মানুষ। যাঁরা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে গায়ের জোড়ে, অস্ত্রের জোড়ে বাঁধের উপর বসবাস শুরু করছেন। বাঁধের শ্লোপের মাটি খাড়াখাড়ি ভাবে কেটে সমান করে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি তৈরী করছেন। এই সমস্ত বেআইনী বাড়িঘর এবং জনবসতির ফলে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ কথা সকলের জানা যে মাটির বাঁধের সবচেয়ে বড় শত্রু ইঁদুর। এবং এখানেও ইঁদুরের উৎপাত দেখা যায় এই বেআইনী বসতির চারধারে। এরা বাঁধের এপার ওপার বড় বড় গর্ত্তের সৃষ্টি করছে এবং গর্তগুলি দিয়েই জল প্রবেশ করে বাঁধকে দুর্বল করে দিচ্ছে। বাঁধে ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই দীর্ঘ বাঁধের যেখানে বেআইনী বাড়ীঘর নেই সেখানে কিন্তু ইঁদুরের কোন উৎপাত নেই, ফলে বাঁধের সে সব অংশ অক্ষত অবস্থায় আছে। এভাবে গজিয়ে ওঠা বেআইনী বাড়ীঘরের ব্যাপারে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ অনেকদিন থেকেই বিভাগীয় চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ফল হয়নি। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানানোও হয়েছে, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ভোটের রাজনীতির আশ্চর্যজনক বরফ ঠাণ্ডা নীরবতা নেতাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাথে চোখে রাজনীতির রুমাল বেঁধে 'সবাই রাজার দেশের' রাজার জয়গান করতে করতে প্রশাসন দাঁত বার করে হাসছে। আর প্রতিদিন নোতুন নোতুন মানুষ বাঁধ কেটে ঘরবাড়ী বানিয়ে বিজয় পতাকা উড়িয়ে

স্কুল মাষ্টারের চাকরীর জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দাবী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সম্প্রতি রাণীনগর জুনিয়ার হাই স্কুলে একটি বায়োসায়েন্স শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত ইণ্টারভ্যু হয়। নিয়মমত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পাঠানো ১০ জনের ইণ্টারভ্যু নেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের নিয়োগ নিয়ে টাকার খেলা আরম্ভ হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। বিভিন্ন প্রার্থী ও জনৈক পরীক্ষকের কাছ থেকে জানা যায় সাগরদীঘির তাপস বিশ্বাস এই ইণ্টারভ্যুয়ে প্রথম হয়। কিন্তু জানা যায় রাণীনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্যরা নাকি প্রতিটি কর্মপ্রার্থীর কাছেই ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ নিয়ে কথা বলেন। তাঁদের দাবী অন্ততঃ পক্ষে ৪০ হাজার টাকা দিতে না পারলে তাঁরা কাউকেই নিয়োগপত্র দেবেন না। আইনমত প্রার্থী পরীক্ষা হয়ে গেলে ১৫ দিনের মধ্যে ঐ প্যানেল ডি আই এর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। তাও করা হয়নি। উপরন্তু তাপস বাবুকে লোক মারফৎ জানানো হয়েছে ৪০ হাজার টাকা না দিলে তাঁরা ইণ্টারভ্যু বাতিল বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ভাগীরথী বক্ষে পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা পুনরায় আগামী ১ নভেম্বর জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে শুরু হচ্ছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর ব্যারেজ ঘাট থেকে দীর্ঘ ৮১ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবার কথা ছিল। কিন্তু বন্যার কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

জাতীয় ত্রাণ তহবিলে বেতন দান

নবারুণ পয়েন্ট ঃ গত ৫ অক্টোবর ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২২৮ জন কর্মী প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে তাঁদের একদিনের বেতন আনুমানিক ১২,৩৩৮ টাকা দান করেছেন। জানা যায় এঁদের কর্মে উৎসাহিত হয়ে আরোও যাঁরা আছেন তাঁরাও একদিনের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চলেছে। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এক অশুভ বার্তা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এক খণ্ড কালো মেঘ ভবিষ্যতের পূব আকাশের সূর্যটাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করার জন্য। তাই সাবধান জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের চিন্তাশীল মানুষ।

বলির পাঁঠাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

ধুলিয়ান: গত ২১ অক্টোবর কালীপূজার বলির পাঁঠাকে কেন্দ্র করে মহেশটোলা ও পূর্ব্ব দেবীদাসপুরের অধিবাসীদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে উভয় দলই বন্দুক, বোমা প্রভৃতি ব্যবহার করে বলে প্রকাশ। এই সংঘর্ষে উভয় দলের ছয়জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। আহতদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় মহাদেব সরকার, সুদেব সরকার, সুকদেব মণ্ডল, বরজাহান সেখ, দেলোয়ার হোসেন ও পুটু সেখ মারাত্মক জখম হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, কিছুদিন পূর্বে গণেশ ভি ডি ও কফি হাউসে বে-আইনী ব্লু ফ্লিম চালানো নিয়ে ভি ডি ও মালিকের সাথে পূর্ব দেবীদাস-পুরের বরজাহান সেখের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রামের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। ২১ অক্টোবর কলীপূজার দিন বেলা ১২টা নাগাদ মহেশটোলা গ্রামের জনৈক মধু সরকার বলির পাঁঠাকে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে যাবার সময় তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ও তার কয়েকজন বন্ধু পাঁঠাটিকে লাথি মারে। এই কথা গ্রামে জানাজানি হওয়া মাত্র আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রতাপগঞ্জ অঞ্চলের সি পি এম সমর্থক প্রধান শ্রীপতি সরকারের নেতৃত্বে কয়েক শ' লোক জমায়েত হয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তৈরী হন। এই প্রস্তুতির ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বেশ কিছু সমর্থকও জড়ো হয়। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শেষ পর্য্যন্ত খণ্ড যুদ্ধে পরিণত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ঐ ছয়জন আহত হয়। পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ও উভয় দলের ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করলে অবস্থা আয়ত্বে আসে। একটি বন্দুকও সিজ করা হয়। অবস্থা এখনও থমথমে। পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছে।

পুলিশী তৎপরতায় ডাকাতির চেষ্টা বানচাল

ফরাক্কা: গত ১৯ অক্টোবর এই থানার হাজারপুর গ্রামের রাধেশ্যাম দাসের বাড়ীতে একদল দুর্বৃত্ত হানা দেয়। পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে সাদা পোষাকে আশে-পাশে লুকিয়ে থাকে। দুর্বৃত্তরা বাড়ীতে প্রবেশ করলে তারা বাড়ীটি ঘিরে ফেলে ও ডাকাতদলকে আক্রমণ করে। ৫ জন গ্রেপ্তার হয়। অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। কোন জিনিষ খোয়া যায়নি।

বোমা ছুঁড়ে গৃহস্বামীর প্রাণনাশের চেষ্টা

আহিরণ: গত ২০ অক্টোবর গোঠা গ্রামের মঙ্গল সিং-এর বাড়ীতে গভীর রাত্রে কে বা কারা একটি শক্তিশালী বোমা ছুঁড়ে। গৃহ-স্বামী প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর বাড়ীটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে সুতী থানায় অভিযোগ করা হলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কয়েকদিন পূর্বে এক দাগী আসামীর সঙ্গে তার কয়েকজন আত্মীয়ের গণ্ডগোল বাধলে তারা প্রাণ ভয়ে মঙ্গল সিং এর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। মঙ্গল সিং-এর চেষ্টায় শেষ পর্যান্ত পুলিশ দাগী নিজামুদ্দিন-সহ আরোও ২ জনকে ঐ ঘটনায় গ্রেপ্তার করে। এরা জামিন পেয়ে বেরিয়ে এসেই ঘোষণা করে 'এর বদলা নেবো মঙ্গলকে খুন করে।' তার বদলা হিসাবে ওরাই এ বোমা ছুঁড়েছে বলে গ্রামবাসীদের সন্দেহ।

যা চান তাই পাবেন
অবশেষে
ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান
রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ট্রাক আটক করে দু'লক্ষ টাকার বিদেশী কাপড় উদ্ধার

ধুলিয়ান : গত ১৬ অক্টোবর সামসেরগঞ্জ থানার ওসি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকবাংলোর কাছে ডব্লু-এম-এইচ-৯৩৫ নম্বরের একটি চলন্ত ট্রাক থামিয়ে ৪৫৪ পিস বাংলাদেশী কাপড় উদ্ধার করে। ট্রাক চালক ও একজন আরোহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করা মালের মূল্য আনুমানিক দু'লক্ষ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ অক্টোবর ভোরে স্থানীয় পুলিশ গাড়িঘাটে ডব্লু-এম-ডি-৪৯৫২ নম্বরের একটি এ্যামবাসাডার আটক করলে তার মধ্যে ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের বাংলাদেশী কাপড় ধরা পড়ে। ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধর্মে আঘাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বার্ত্তা বলেন। সম্প্রতি একটি ক্লাবের সভ্যরা কালীপূজা উপলক্ষে তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে গেলে তিনি তাদেরকে নাকি বলেন— পূজা পার্বন বা হিন্দুধর্মে তাঁর কোন বিশ্বাস নাই। প্রতিমা বিসর্জন না করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেই বা কি হয় ইত্যাদি। ক্লাবের সদস্যরা তাঁর কথায় অসন্তুষ্ট হলেও সব সহ্য করে ফিরে আসেন। কিন্তু শ্রীসাহা এখানেই থেমে থাকেন না। তিনি ২০ অক্টোবর তাঁর বাড়ীতে কৃষ্ণ মূর্তি তৈরী করিয়ে নিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তির সম্মুখে তৈনক ডোমকে দিয়ে সেই মূর্ত্তি আগুনে ভস্মীভূত করান। এই ঘটনায় উপস্থিত হিন্দুরা ব্যথিত হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় উত্তেজিত এক হিন্দু জনতা তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং গণেশ সাহা ও তাঁর ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে।

বাসুদেবপুর হল্টের শিলান্যাস হলো

ধুলিয়ান : গত ২৩ অক্টোবর জেনারেল ম্যানেজার গৌরশঙ্করজী, ডিভিসন্যাল ম্যানেজার বি, বিষ্ণুজী এবং আরোও কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের উপস্থিতিতে বাসুদেবপুর হল্টের শিলান্যাস হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫/৬ শত লোকের জমায়েতে গৌরীশঙ্করজী প্রতিশ্রুতি দেন— এই বছরের শেষাশেষি হল্টের যাবতীয় কাজ শেষ হবে। তিনি উল্লেখ করেন, জনসাধারণ বহুদিন ধরে এই হল্টের জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তা এত দিনে সমাপ্ত হওয়ায় তিনিও আনন্দিত।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক মহাশয় ঐ জেলার চাষী ভাইদের জানাচ্ছেন যে, এই বৎসরের ভয়াবহ বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় আমন ধানের যে ক্ষতি হয়ে গেল তার কিছুটা পূরণ করার জন্য যে আমন ধান গাছগুলি আছে তাকে পর্য্যাপ্ত খাবার দিয়ে সতেজ করতে হবে এবং তত্ত্বাবধান করে উৎপাদন বাড়াতে হবে, তার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করার জন্য চাষী ভাইদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১। যদি জমিতে টাক পড়ে যায় (যদি গাছ না থাকে) তাহলে পার্শ্ববর্ত্তী গুছি থেকে পাশকাঠি নিয়ে অবিলম্বে ঐ ফাঁকা জায়গায় ভর্ত্তি করে দিতে হবে।

২। পুনরায় আমন রোয়ার কাজ আর করবেন না।

৩। বিঘা প্রতি ১০ কেজি হারে ইউরিয়া সার চাপান হিসাবে দেন এবং মাটি ঘেঁটে দেন।

৪। যেখানে আমন চাষ করা সম্ভব হল না সেই জায়গায় আশ্বিন মাসে টোরি (বি-৫৪) বা (বি-৯) এর চাষ করতে পারেন, যে কোন একটি ডালশস্যের অথবা যে কোন একটি স্বল্প মেয়াদী শব্জির চাষ করতে পারেন।

৫। জমিতে নিয়মিত নজর রাখুন। রোগ পোকার বা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিলে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্ম্মীদিগকে আপনার অসুবিধার কথা জানান এবং সুপারিশ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টি, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলায় যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।